তারিখ 12 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

■ নিজামুল হক

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার জারি করা পরিপত্রে বলা হয়েছে, গত ২২ অক্টোবর বা তৎপরবর্তী সময়ে যদি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কোন নিয়োগ প্রদান করা হয়, তা হবে অবৈধ। পরবর্তী নির্দেশনা জারি না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, 'গত ২১ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬-এর অধিকতর সংশোধন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কার্যক্রমে কিছুটা পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। পরিবর্তীত পদ্ধতির বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করা হবে। তবে ২২ অক্টোবর তারিখের পূর্বে গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রম পূর্ব নিয়মে যথারীতি সম্পন্ন করা যেতে পারে'।

নিয়োগ কার্যক্রমে পরিবর্তিত পদ্ধতি প্রয়োজন হবে, শিগগিরই পরিপত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এ নিয়ে ইত্তেফাকে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে।

জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা-২০০৬ এর অধিকতর সংশোধন করে সরকারি আদেশ জারি হয় গত ২২ অক্টোবর। ওই দিন থেকেই শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হলেও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় ৪ নভেম্বর। এ কারণে বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরের অনেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও জানতেন না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনও গত ৯ নভেম্বর এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন, নতুন প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে এটি আমি এখনও জানি না। কারণ আমি কোনো কপি পাইনি।

এদিকে সরকারি এ আদেশের ফলে আইন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকার কথা থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ চলছিল পুরোদমে। শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের ঘোষণা আসতে পারে এমন আশঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠান তড়িঘড়ি করে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। দ্বাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাও পুরান নিয়মে নিয়োগ পাবার জন্য ব্যস্ত ছিল। গতকালও বিভিন্ন পত্রিকায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

সরকারি ওই আদেশের পরও শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ না হওয়ায় বিব্রত অবস্থায় পড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিয়োগের বিষয়ে সংশোধিত সরকারি আদেশ জারি হলেও তা কবে থেকে কার্যকর হবে তা ওই আদেশে উল্লেখ ছিল না। এ কারণেই নতুন করে পরিপত্র জারি করে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের জন যে পরিবর্তীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানে বলা হয়েছে: এনটিআরসিএ প্রতিবছর

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বেসরকারি স্কুল

২০ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বর মাসের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ওই জেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পদ ও বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করবে। এ তালিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রথমে একটি বাছাই (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা হবে। এরপর ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক মেধাক্রমের তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরে এই মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে।